প্রথম আলো

তারিখ 05 DEC 2002
পৃষ্ঠা ১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২

স্মারক নং: স্বাঃঅধিঃ/চিঃশিঃ/ভর্তি/এমবিবিএস/২০০২/৮৩৯ তারিখ : ৯/১২/২০০২ ইং

বিজ্ঞপ্তি

বিষয় : ২০০২-২০০৩ ইং শিক্ষাবর্ষে সরকারী মেডিকেল কলেজসমূহে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

২০০২-২০০৩ ইং শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশের ১৬টি সরকারী মেডিকেল কলেজে ১ম বর্ষ এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির জন্য নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে

১। ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের অবশ্যই নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকতে হবে :

ক) বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে।

খ) বাংলাদেশের যে কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা বোর্ড অথবা দেশের বাহিরের যে কোন স্বীকৃত বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিজ্ঞান গ্রুপে এসএসসি/দাখিল বা সমমানের পরীক্ষা এবং এলাই, কমায়ন ও জীববিদ্যাসহ এইচএসসি/আলীম বা সমমানের পরীক্ষায় কোনো তৃতীয় বিভাগ বা গ্রেডের ছাড়া উত্তীর্ণ হতে হবে এবং উক্ত পরীক্ষায় সর্বমোট ন্যূনতম ১৩০০ নম্বর থাকতে হবে। এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় জীববিদ্যায় (তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক একত্রে) পাস নম্বর থাকতে হবে।

গ) যেসব প্রার্থী ১৯৯৯ সালের পূর্বে (নিয়মিত বা বিভাগ উন্নয়নসহ) এসএসসি এবং ২০০১ সালের পূর্বে (নিয়মিত বা বিভাগ উন্নয়নসহ) এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাদের আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

২। ক) দেশের ১৬টি সরকারী মেডিকেল কলেজে মেধা ও কোটা কোটায় মোট ১৪৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে। বর্ণিত মোট আসনের ৮০% জাতীয় মেধা ভিত্তিতে, বাকি ২০% ৬৪টি জেলার জনসংখ্যাভিত্তিতে কোটা অনুযায়ী জেলা মেধা ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে।

খ) মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য ৪০ (চল্লিশ)টি অতিরিক্ত আসন সংরক্ষিত থাকবে। এই সকল প্রার্থীদেরও অনুচ্ছেদ ১.এ ক, খ ও গ.এ বর্ণিত একই ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। তাদেরকে তাঁদের পিতা/মাতার মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সপক্ষে সনদপত্র দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র সরকার কর্তৃক স্বীকৃত নীতিমালা অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র (বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর ও সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত) গ্রহণযোগ্য হবে। এ সংক্রান্ত আসনগুলোতেও সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে। মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট মেধা-ভিত্তিতে অপেক্ষমাণ তালিকা প্রস্তুত করা হবে এবং শূন্য আসনে মেধাভিত্তিক ভর্তি করা হবে।

গ) পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের প্রার্থীদের জন্য ১২টি (প্রত্যেক জেলায় ৩ জন উপজাতীয় ও ১ জন অ-উপজাতীয়, বৃহত্তর সিলেট জেলার উপজাতীয় প্রার্থীদের জন্য ২টি ও অন্যান্য জেলার উপজাতীয় প্রার্থীদের জন্য ২টিসহ সর্বমোট ১৬টি ভর্তিসহ আসন সংরক্ষিত থাকবে। এ সকল প্রার্থীদেরও অনুচ্ছেদ ১.এ ক, খ ও গ.এ বর্ণিত যোগ্যতাসহ এসএসসি ও এইচএসসি মূল্যায়ন কোন তৃতীয় বিভাগ/গ্রেডের ছাড়া সর্বমোট ন্যূনতম ১২০০ নম্বর পেলে আবেদন করতে পারবেন। তাদেরকে নিজ জেলার ডেপুটি কমিশনার ও গোত্র প্রধান (উপজাতীয় প্রার্থীদের বেলায়) হতে জেলা, গোত্র ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সংক্রান্ত সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে এবং অ-উপজাতীয় প্রার্থীদের বেলায় তাদেরকে নিজ জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট হইতে জেলা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সংক্রান্ত সার্টিফিকেট সংগ্রহ দিতে হবে। এই সংক্রান্ত আসনগুলোতেও সম্পূর্ণ মেধা অনুযায়ী ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে।

৩। ভর্তির জন্য ১৬ক্ত নির্বাচন নিম্নলিখিত পরীক্ষাসমূহের ফলাফলের ভিত্তিতে করা হবে-

ক) এইচএসসি কোর্সের চলতি সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষা এমসিকিউ (MCQ) পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে এবং এ পরীক্ষায় পদার্থ, রসায়ন, জীববিদ্যা, সাধারণ জ্ঞান ও ইংরেজী অন্তর্ভুক্ত থাকবে

পদার্থ-২৫, রসায়ন-২৫, জীববিদ্যা-৪০ (উদ্ভিদবিদ্যা-১৫, প্রাণীবিদ্যা-২৫) = ১০০ নম্বর
ইংরেজি ও সাধারণ জ্ঞান-১০

খ) এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ৪% = ৪০
এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ৬% = ৬০ | = ১০০ নম্বর

সর্বমোট = ২০০ নম্বর

কোন মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না এবং
লিখিত পরীক্ষার নির্ধারিত সময় : এক ঘন্টা।

৪। লিখিত এবং এসএসসি ও এইচএসসির প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে ভর্তির জন্য নির্বাচিত করা হবে। প্রাপ্ত সর্বমোট নম্বর সমান হলে এইচএসসি পরীক্ষায় পদার্থ, রসায়ন ও জীববিদ্যায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধা নির্ধারণ করা হবে। তাহাও যদি সমান হয় জীববিদ্যায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধা নির্ধারণ করা হবে।

৫। জেলা কোটার দাবির ক্ষেত্রে আবেদনপত্রে উল্লিখিত জেলাই যে প্রার্থীর স্থায়ী জেলা তা স্থানীয় সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/পৌরসভার চেয়ারম্যান বা অনুমোদিত কর্মকর্তা/স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/সংশ্লিষ্ট জেলায় কর্মরত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়িত হতে হবে।

৬। ভর্তি পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফলের ভিত্তিতে তৈরি মেধা এবং প্রার্থীর দেওয়া কলেজ পছন্দের ভিত্তিতে প্রার্থী কোন মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবেন তা নির্ধারণ করা হবে। আবেদনপত্রে নির্দিষ্ট কলামে প্রার্থী কোন কলেজে ভর্তি হতে চান তা পছন্দের ক্রম অনুযায়ী উল্লেখ করতে হবে। যদি প্রার্থী কোন কলেজে ভর্তি হতে না চান, তবে সেই ঘরে (×) চিহ্ন দিতে হবে।

৭। ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ, নিরীক্ষাকরণ ও ফলাফল প্রস্তুতকরণ কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। উত্তরপত্র পরীক্ষাকরণ ওএমআর (O.M.R) মেশিনে হবে, ও এম আর মেশিনে পরীক্ষাকৃত প্রাপ্ত নম্বর কোন ক্রমেই গ্রহণ করা যাবে না। তবে পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে আপত্তি থাকলে উক্ত প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পরিচালক, মেডিকেল এডুকেশন ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকার অনুকূলে = ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা ব্যাংক ড্রাফট (অফেরতযোগ্য) জমা দিয়ে স্বীয় পরীক্ষার ফলাফল নিরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবে। নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক আবেদনকারীর উত্তরপত্র নিরীক্ষা করার পর নিরীক্ষার ফলাফল আবেদনকারীকে জানিয়ে দেয়া হবে।

৮। বিজ্ঞ বোর্ড হতে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য তাদের পছন্দমত যে কোন মেডিকেল কলেজ হতে নির্ধারিত আবেদনপত্র সংগ্রহ করে ওই কলেজে জমা দিতে পারবে, তবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ কেন্দ্রে শুধুমাত্র ঢাকা বোর্ড হতে পাস করা ছাত্রছাত্রীরা আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে পারবে। ঢাকা বোর্ড হতে পাস করা ছাত্রছাত্রী ইচ্ছা করলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাড়া তাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোন মেডিকেল কলেজ হতে আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে পারবে।

৯। ক) ভর্তির আবেদনপত্র ২০/- (কুড়ি) টাকা (অফেরতযোগ্য) পরিশোধসাপেক্ষে নির্দিষ্ট মেডিকেল কলেজ হতে সংগ্রহ করা যাবে। যে কলেজ থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে সে কলেজে আবেদনপত্র যথাযথ পূরণ করে ৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা (অফেরতযোগ্য) সেন্টার ফিসসহ জমা দিতে হবে

খ) আবেদনপত্রের সঙ্গে নিম্নলিখিত দলিল সংযুক্ত করতে হবে

১) এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষাদ্বয়ের মার্কসীটের সত্যায়িত ফটোকপি।

২) স্থায়ী জেলা সম্বন্ধে ও অনুচ্ছেদ উল্লিখিত কর্তৃকর্তার সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি।

৩) তিন কপি সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ফটো।

৪) উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় কোটাভুক্ত আবেদনের জন্য অনুচ্ছেদ ২(গ)তে উল্লিখিত সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি।

৫) মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের সংরক্ষিত আসনের জন্য প্রার্থীদের পিতা/মাতার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সপক্ষে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ২ (খ) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।

গ) অসম্পূর্ণ ও ভুল তথ্য সম্বলিত আবেদনপত্র বাতিল হয়ে যাবে এবং ভর্তি পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ/উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে কোন ভুল তথ্য পাওয়া গেলে তাহার পরীক্ষা/ফলাফল বাতিল বলে গণ্য হবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখের পরে কোন আবেদন কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হবে না

ঘ) আবেদনপত্রের নির্ধারিত কলামে স্বীয় জেলার নাম পরিবর্তনের ও ভর্তির জন্য কলেজ পছন্দের ক্রম পরিবর্তনের কোন আবেদন কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হবে না

১০। (ক) লিখিত পরীক্ষার পর জাতীয় মেধা ও জেলা কোটার ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা ক্রমিক মেধা হবে। একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর মেধাভিত্তিক অপেক্ষমাণ তালিকাও প্রকাশ করা হবে, ভর্তির নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভর্তি না হলে ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

ভর্তির নির্দিষ্ট শেষ তারিখের পর যেসব আসন শূন্য থাকবে, তা অপেক্ষমাণ তালিকা হতে পূরণ করা হবে।

অপেক্ষমাণ তালিকা হতে শূন্যস্থান পূরণের পূর্বে ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের তাদের মেধা ও পছন্দ অনুযায়ী কলেজ পরিবর্তনের (অপ্টো-মাইগ্রেশন) সুযোগ দেওয়া হবে তবে দু'বারের বেশি এই সুযোগ থাকবে না।

(খ) উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে লিখিত পরীক্ষার পর মেধার ভিত্তিতে নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তির সুযোগ দেয়া হবে।

১১। নির্বাচিত প্রার্থীদের চূড়ান্ত ভর্তি সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মেডিকেল বোর্ডে স্বাস্থ্য পরীক্ষা উপযুক্ততার ভিত্তিতে হবে। ভর্তির সময় কলেজ অফিসে নিম্নলিখিত সার্টিফিকেট ও দলিলপত্রের মূল কপি অবশ্যই জমা দিতে হবে। অন্যথায় প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল বলে গণ্য হবে।

ক) এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষা পাসের মূল সার্টিফিকেট।

খ) এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষা পাসের মূল প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট অথবা টেস্টমোনিয়াল।

গ) জেলা সংক্রান্ত মূল সার্টিফিকেট।

ঘ) এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষাদ্বয়ের মূল মার্ক সার্টিফিকেট।

ঙ) পার্বত্য জেলার উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় এবং অন্যান্য জেলার উপজাতীয় কোটাভুক্ত আবেদনের জন্য ২(গ) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ডেপুটি কমিশনার ও গোত্র প্রধানের সার্টিফিকেটের মূল কপি।

চ) মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত আসনের জন্য আবেদনকারীর মাতা/পিতার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সপক্ষে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ২(খ) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সনদপত্রের মূল কপি।

১২। (ক) ২০০২-২০০৩ ইং শিক্ষাবর্ষ হইতে ভর্তিকৃত এমবিবিএস ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিএমডিসি (BMDC) কর্তৃক ২০০২ সালে অনুমোদিত নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) অপ্টো-মাইগ্রেশন ব্যতীত এক মেডিকেল কলেজ হইতে অন্য মেডিকেল কলেজে কোন অভিগমন (মাইগ্রেশন) করা যাবে না। বিদেশে অধ্যয়নরত মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

(গ) শিক্ষা সমাপনের পর স্ব স্ব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেই ইন্টার্নশীপ গ্রহণ বাধ্যতামূলক।

অনুচ্ছেদ ১২.এর ক, খ ও গ.এ উল্লিখিত শর্ত অনুযায়ী প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে স্ব স্ব মেডিকেল কলেজে ভর্তির সময় একটি মুচলেকা পত্র অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ দাখিল করতে হবে।

১৩। ১৭/১২/২০০২ ইং তারিখ হইতে সকল সরকারী মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের দপ্তর হতে ভর্তির আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে। সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজে ভর্তির আবেদন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৪ঠা জানুয়ারি ২০০৩ ইং। ভর্তির লিখিত পরীক্ষা শুক্রবার ১৭ জানুয়ারি ২০০৩ ইং তারিখে সকাল ৯-৩০ ঘটিকায় সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত (MCQ) পরীক্ষায় কালো কলমের কলম ব্যবহার করতে হবে।

১৪। আবেদনপত্রের সহিত ৯(খ)তে উল্লিখিত দলিলপত্রাদি না পাওয়া গেলে এবং আবেদনপত্রে আবেদনকারীর স্বাক্ষর না থাকলে তা সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৫। ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের কার্যালয় হতে জানা যাবে।

অধ্যাপক (ডা) ফজলউজ্জামান খান
পরিচালক
চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

বি এফপি-৩০৩৮৯-১২/১২
ডিস-২২৫৩/০২ (২১×২)